বিবেক-জীবন, এপ্রিল ২০০৮

সম্পাদকীয়

যে আদর্শ গ্রহণীয়

বর্তমানে সমাজে সব থেকে বড় অভাব যথার্থ মানুষের । এর কারণ, কোনো সমাজেই যুবকদের কাছে জীবনগঠনের কোনো উপাদান যোগানো প্রায় হয় না । জীবন গঠন মানে ভালো ভাবগুলো সত্তায় মিশিয়ে নেওয়া, স্বভাবগত বা চরিত্রগত করে নেওয়া । ভালো ভাব সেটি, যা নিজের ও সকলের পক্ষে কল্যাণকর, শক্তিদায়ী । কোন্ কোন্ ভাব যথার্থই ভালো, তার একটা ধারণা গড়ে তোলা দরকার । আর এমন ভাবগুলো একত্র হলে কেমন হয়, সেই চিত্রটি মনের সামনে ফুটে ওঠা দরকার । যা অর্জন করতে চাইছি, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তা নিয়ে ঠিক ঠিক উৎসাহ আসা সম্ভব নয় ।

ভালো ভাবগুলোর একত্রিত রূপটিকে বলা হয় আদর্শ । আদর্শ যেন একটি ছাঁচ, যাতে ফেলে জীবনকে অপূর্ব সুষমায় গড়া যায় । তত্ত্ব হিসাবে আদর্শের ধারণা করা শক্ত । কোনো ব্যক্তির মধ্যে সেই আদর্শের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পেলে আদর্শের জীবন্ত রূপটি চেনা যায়, ধরা যায় অনেক সহজে । মনে হতে পারে - সে তো ব্যক্তিপূজা । কিন্তু বিমূর্ত ভাব ব্যক্তির মধ্যে মূর্ত হয়ে না উঠলে শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষের কাছে তা নিষ্প্রাণ ও নিরর্থক । প্রাণের স্পর্শে প্রাণ জাগ্রত হয় । তাই অল্পবয়সে জীবনগঠনে উদ্যোগী হয়ে প্রথমে একজন ব্যক্তি-আদর্শ নির্বাচন করে নেওয়া ভালো । এই নির্বাচন ঠিক হবে কি ভুল হবে, তার ওপর নির্ভর করছে জীবনের ভবিষ্যৎ । খুব ভেবেচিন্তে আদর্শ স্থির করা দরকার । কেননা যে ছাঁচে ফেলে জীবন গড়ব, সেটির ভালমন্দ আমার ভেতরে এসে পড়বে ।

সুতরাং আদর্শটি হওয়া চাই নিখুঁত । তার মধ্যে এতটুকু দুর্বলতা, এতটুকু দোষ থাকলে আমার মধ্যে তা আরও বেশী প্রশ্রয় পাবার খুব সম্ভাবনা। সেই ব্যক্তিই আমাদের আদর্শ হতে পারেন, যাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য, প্রেমপ্রদীপ্ত, পবিত্রতায় জ্যোতির্ময় । যাঁর জীবনে কোনো দুর্বলতা প্রবেশাধিকার পায় নি, যিনি শক্তির অফুরন্ত উৎস । এমন মানুষেই যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ।

সাধারণভাবে কিশোর ও যুবকদের সামনে যিনি আদর্শ হবেন, তিনি তারুণ্যের মূর্ত বিগ্রহ হলে ভালো হয় । তা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শের প্রতি মন আকৃষ্ট হবে না । তিনি কেমনভাবে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠলেন, সে কাহিনীটিও জানা থাকা দরকার । আমাদের সঙ্গে তাঁর জীবনের অনেকটা মিল থাকা চাই । তা থেকে যদি এটি বোঝা না যায় যে আমরাও তেমন চেষ্টা করতে পারি, চেষ্টায় সফল হতে পারি, সফল হলে কি চমৎকার হয়, তবে তেমন আদর্শ আমাদের জীবনগঠনের প্রচেষ্টায় যথেষ্ট প্ররণা দিতে পারবে না।

আদর্শ ব্যক্তি আধুনিক কালের, অর্থাৎ আমাদের সময়ের হওয়া বাঞ্ছনীয় । যিনি আমাদের যুগের সমস্যা জেনেছেন, তার মুখোমুখি হয়েছেন, তিনিই আমাদের সমস্যা উপলব্ধি করতে ও তার সমাধান দিতে পারেন । তাছাড়া এযুগের যুক্তিবাদ, বহির্জগতের জ্ঞানে বিজ্ঞানে অসামান্য অগ্রগতি, এসব ক্ষেত্রে তিনি বাকীদের চেয়ে পেছিয়ে থাকলে তাঁর কথা আমরা শুনব কেন ? আমরা আধুনিক, যুক্তির কষ্ঠিপাথরে তাঁর সব কথা ও কাজ যাচাই করে দেখব ।

তা ছাড়া, তাঁর জ্ঞান কি সমস্ত জ্ঞানকে সংহত করেছে ? অনেকে আছেন, একটা একটা বিষয়ে ভালো জানেন । সবের সবটা জেনে সবের সারবস্তুটি গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের এক জীবনের কাজ নয় । সেটি সহজে তাঁর কাছে পাব কিনা জানা দরকার । সেই জ্ঞান কাজে লাগানো যায়, কাজে লাগালে জীবন সুন্দর হয়, সকলের কল্যাণের কারণ হয় - এটা কি তিনি নিজের জীবনে প্রমাণ করেছেন ?

ভাল ভাবের কথা তো অনেকেই বলেন । ভাবকে জীবনে প্রয়োগ করার উপায় তো প্রায় কেউই বলেন না । তিনি উপায় বলে দিতে পারেন কি ? সেই উপায় কি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ? তা কি মানবপ্রকৃতির ও পরিবেশের অনন্ত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে প্রত্যেককে সাদরে গ্রহণ করে ? সেই ভাবরাশি গ্রহণ করে প্রয়োগ করলে কি যুবকের অপ্রতিরোধ্য শক্তি জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করার বদলে সত্যিই সুসংহত ও কল্যাণমুখী হয়ে উঠবে ? বর্তমান প্রতিযোগিতা আর অভাবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেসব উপায় কি সত্যিই কার্যকর করা যায় ?

তারপর, তাঁর ভাষা সহজবোধ্য কিনা জানা বিশেষ দরকার । সে ভাষা কি আমাদের মনের ভাষা - যেন শুনতে শুনতে মনে হয়, আমি তো অস্পষ্টভাবে এটিই ভেবেছিলাম ? নাকি নিছক বই-পড়া পণ্ডিতের জটিল ভাষা ? তাঁর বাণীর মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের শক্তি কি আমাদের মর্মে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে ? সাড়া জাগাতে পারে মৃতকল্প নিদ্রিত ব্যক্তির প্রাণে ?

আমরা ভালবাসার কাঙাল । আমরা শুধু তাঁর কথাই শুনতে চাই, গ্রহণ করতে চাই, যিনি আমাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাসা দিতে পারেন, যাঁর ভালবাসায় উচ্চ-নীচ নেই, কাউকে বর্জন করা নেই, যাঁর ভালোবাসায় কোনো স্বার্থ নেই । আমাদের সব দোষ, সব দুর্বলতা সত্ত্বেও যিনি আমাদের দোষ না দিয়ে বুকে টেনে নিতে পারেন, আমরা চাই তেমন মানুষ । কল্যাণের কঠিন পথে চলার সময় মন যদি ভেঙ্গে পড়তে চায়, তিনি কি যথার্থ বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন ?

আর একটি দরকারী কথা । তিনি কি সমগ্র জাতি তথা বিশ্বের এ যুগের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারেন ? দরিদ্র অজ্ঞ অত্যাচারিত অবহেলিত কোটি কোটি মানুষের ব্যথায় যুবকের প্রাণ উদ্বেল হয় । তিনি কি পারেন তাকে পথের সন্ধান দিতে ? এ বিষয়ে কোনো সামগ্রিক ও নিভুল পরিকল্পনা কি তাঁর কাছে আমরা পাব ? তবেই তিনি আমাদের আদর্শ, আমাদের পথপ্রদর্শক ।

এরকম সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আদর্শ যুবকেরা গ্রহণ করলে সমাজে যথার্থ মানুষের অভাব দূর হতে পারে । এমন আদর্শ কি এখন পাওয়া সম্ভব ? একটু পশ্চাৎ দৃষ্টি প্রয়োজন । আমরা এই অভাব পূরণ করতে পারি, যদি আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে যুবকদের কাছে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরি । আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যিনি এ অভাব দূর করতে সমর্থ । আর দ্বিতীয় কেউ নেই, যাঁর কাছে জীবনগঠনের ও জীবনের সদুপযোগের জন্য, জাতি তথা বিশ্বমানবের যথার্থ কল্যাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সমস্ত সূত্র পাওয়া যাবে।

তাই আমরা শুধু স্বামী বিবেকানন্দকেই যুবকদের সামনে জীবনের আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে চাই। তাঁকে পূজা করার জন্য নয় - তিনি পূজা নিতে নারাজ ছিলেন । তাঁর নাম প্রচারের জন্য নয় - তিনি নাম-যশকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন । মহামণ্ডল স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে শুধুই এজন্য যে তাঁকে গ্রহণ করা ছাড়া সার্বিক কল্যাণের আর কোনো বিকল্প পথ নেই ।